আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৭:

পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় হও-নারী পুরুষ সমতায়

participates in survival strategies of coastal poor
COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

ভূমিকা:

আন্তর্জাতিক নারী দিবস (আদি নাম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস) প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয়। সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ্ হিসেবে এই দিবস উদযাপন করে থাকেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারীদিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক রকম। কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও নারীদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়।

নারী দিবসের ইতিহাস:

এই দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ সালে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকারি লেঠেল বাহিনীর দমনপীড়ন। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে সর্ব প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হল। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ, জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের এক জন। এর পর ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয়, ১৯১১ সালে থেকে নারীদের সম অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ সালে থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। অতঃপর ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায় রাষ্ট্রসংঘ। এর পর থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে।

গত ১০ বছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্যসমূহ:

২০০৬: সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী (Women in Decision-making)
২০০৭: নারী ও নারী শিশুর ওপর সহিংসতার দায়মুক্তির সমাপ্তি (Ending Impunity for Violence Against Women and Girls)
২০০৮ নারী ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (Investing in Women and Girls)
২০০৯ নারী ও কিশোরীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নারী-পুরুষের একতা (Women and Men United to End Violence Against Women and Girls)
২০১০ সমান অধিকার, সমান সুযোগ- সকলের অগ্রগতি (Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for All)
২০১১ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ (Equal Access to Education, Training, and Science and Technology: Pathway to Decent Work for Women)

২০১২ গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সমাপ্তি (Empower Rural Women, End Poverty and Hunger)
২০১৩ নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময় (A Promise is a Promise: Time for Action to End Violence Against Women)
২০১৪ নারীর সমান অধিকার সকলের অগ্রগতির নিশ্চয়তা (Equality for Women is Progress for All)
২০১৫ নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবতার উন্নয়ন (Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!)
২০১৬ অধিকার মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান (Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality)

এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর জাতিসংঘ দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- Be Bold For Change. যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়- **পরিবর্তনের জন্য দৃঢ় হও।** একইবারে আমাদের দেশের সরকারও দিবসটি উদযাপন এবং তাৎপর্য তুলে ধরার নিমিত্তে জাতীয়ভাবে এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে। সেটি হলো- **নারী পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা- বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা।**

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আমাদের এবারের আলোচনা: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-আমাদের করণীয়:
শত বিরোধীতার মুখেও জাতীয় সংসদে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পাস হয়ে গেল বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল, ২০১৭। মেয়েদের ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছর রাখা হলেও ‘ বিশেষ বিধান’ নামক বিচিত্র শব্দদ্বয় যুক্ত করে এই বিল পাস হলো। এই `বিশেষ বিধানে’ বলা হয়েছে, `এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাই থাকুক না কেন বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সর্বোত্তম স্বার্থে আদালতের নির্দেশ এবং পিতামাতা বা অভিভাবকের সম্মতিক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হইলে তা আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।’

জাতীয় সংসদে মাননীয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকির বক্তব্য থেকে জানা যায়, ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ে যদি ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর কিংবা প্রেমঘটিত কারণে বিয়ের আগেই অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রয়োগ করে বিয়ের মাধ্যমে মেয়েটিকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হবে। যেই চিন্তা

থেকে এ ধরণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তার একটি মেয়ের জন্য শুধু অপমানজনকই নয়; তার সারাজীবনের জন্য মানসিক পীড়নও বটে। আর তাছাড়া একজন ধর্ষক বিয়ের পর তার ধর্ষন করার মানসিকতা থাকবে না এই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে? অথচ আইনের তার সাথে বিয়ে দিয়েই সুরাহা করার কথা বলেছে। অথচ হওয়া উচিত ছিল এহেন কাজের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান। যাতে করে পরবর্তীতে ধর্ষক বা বখাটেরা এটা থেকে শিক্ষা পায়। কোন সভ্য দেশে এধরণের কোন আইন করা যায় কিনা এটা এখন সচেতন সমাজের প্রশ্ন?

এছাড়া `কিশোর-কিশোরীরা পালিয়ে বিয়ে করে অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ছে। সুতরাং, আইনে তাদের জন্য ছাড় রাখা দরকার বলে এই বিধান রাখা হয়েছে- সরকার পক্ষের যুক্তি এটি। কিন্তু এই বিধানের অপব্যবহারের মাধ্যমে যে বাল্যবিবাহ আরো বেড়ে যাবে সেই আশংকার কথা সরকারের একবারও মনে হয়নি। আমাদের পরামর্শ হলো কিশোর পালিয়ে বিয়ে করা কোনোভাবেই উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। বরং সেটি প্রতিরোধের চেষ্টা করা উচিত।

যেখানে এতদিন ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ রেখে বাল্যবিবাহ ঠেকানো যায়নি; যেখানে ভুয়া জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট, মাস্তানের দৌরাত্ম্য এবং বিভিন্ন প্রভাব দেখিয়ে প্রতিদিন শতশত কিশোরী বাল্যবিবাহের মুখে পড়ছে সেখানে এই ধরনের আইনী বৈধতা তাদেরকে আরো বেশি উৎসাহিত করে তুলবে। আমাদের দেশের আবহাওয়া মেয়েদের গর্ভধারণের জন্য খুব উপযোগি। ১৩ বছর বয়সেও কন্যাশিশু গর্ভধারণ করতে পারে। যেহেতু নতুন আইন `বিশেষ ক্ষেত্রে, মেয়েদের বয়স নির্দিষ্ট করে দেয়নি, সুতরাং ১৩ কেন এর চেয়ে কম বয়সেও যদি গর্ভবতী হয় তবু বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে।

এরচেয়ে কম বয়সে্ ধর্ষনের শিকার হলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

আমরা সকলে জানি, ১৮ বছর বয়সের আগে একটি মেয়ের শারীরিক গঠন পূর্ণতা পায় না। ১৮ বা ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান অপুষ্টি কিংবা অন্যান্য শারীরিক জটিলতার শিকার হয়। বাংলাদেশে অপুষ্টির একটি প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। একজন শারীরিক ও মানসিকভাবে অপূর্ণাঙ্গ/অপরিণত মায়ের পক্ষে একজন সুস্থ শিশুর জন্ম দেয় সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এর ফলে মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা, অপুষ্ট শিশু, শিশুমৃত্যু প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে একথা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়। স্বাস্থ্যগত প্রসঙ্গ বাদ দিলেও একটি মেয়ের লেখাপড়া যে বিয়ের পরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমাপ্ত রয়ে যায়। স্কুলপড়ুয়া একটি মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাকে সংসার ও সন্তান পালনের দায়িত্বে আটকে দিলে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা পেশাগত জীবনে প্রবেশ কি আর সম্ভব? তারমানে মেয়েরা লেখাপড়া করে এগিয়ে যাক এমন কিছু আমাদের সরকার বা নীতিনির্ধরকেরা চান না?

প্রয়োজন সচেতনতাবোধঃ

সদ্য পাস হওয়া আইনে মেয়েরা আরো বেশি করে বাল্যবিবাহের মুখে পড়বে এমন আশংকা করছেন অনেকেই করছেন। সেজন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে সচেতনতাবোধ বাড়ানো ছাড়া বাল্যবিবাহ ঠেকানোর কোন উপায় নেই।

- মেয়েদের ন্যূনতম বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ২১ – এই তথ্যটি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- একইসাথে ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান নয় এই বিষয়টি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এখনো দেশে মাতৃমৃত্যু/ অপুষ্ট শিশু/মা এবং শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ অল্প বয়সে সন্তান ধারণ।
- ব্যাপকভিত্তিক সচেতনতাবোধ এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা বাল্যবিবাহের কবল থেকে মেয়েদের রক্ষা করবে। আর এইজন্য দরকার বিভিন্ন স্থান যেমন, বাড়িতে বাড়িতে, স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাস, বাজারে কিংবা যেকোন জনসমাগমস্থলে বাল্যবিবাহের কুফল নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা।
- একজন সচেতন বাবা-মা এবং সন্তান বাল্যবিবাহ ঠেকাতে জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারে।
- সচেতন নাগরিক হিসেবে সচেতনতাবোধ বাড়ানো আমাদের কর্তব্য এখন।

কোস্ট ট্রাস্ট

প্রধান কার্যালয়: বাড়ি ১৩,রোড ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২, ৯১১৮৪৩৫

website: www.coastbd.net